দামুড়হুদা জয়রামপুর রেল স্টেশনের পাশথেকে মাটি উত্তলন করে বিক্রয়

দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের জয়রামপুর রেল স্টেশনের অদুরে রেললাইনের মাত্র ১০ থেকে ১২ ফুট পাশ থেকে মাটি উত্তলন করে বিভিন্ন স্থানে বিক্রির অভিযোগ উঠছে। প্রায় হাফ কিঃমিঃ জাইগা জুড়ে লম্বালম্বি করে ১০ থেকে ১২ ফুট গভীর খননের ফলে হুমকির মুখে পড়েছে রেললাইন।

সরজমিনে জানাগেছে, উপজেলার জয়রামপুর রেলস্টেশনের অদূরে মসজিদ সংলগ্ন জয়রামপুর টু দর্শনা রেল লাইনের মাত্র ১০ থেকে ১২ ফুট পাশ থেকেই জয়রামপুর স্টেশন পাড়ার আব্দুল মতিন মাওঃ এর ছেলে সাখাওয়াত অবৈধ মাটি উত্তোলনকারী ভেকু মেশিন দিয়ে রেল লাইনের পাশ থেকে গভীর খনন করে প্রায় কোয়ার্টার কিঃমিঃ মাটি উত্তোলন করেছে এবং তা বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করা হচ্ছে।

এবিষয়ে অভিযোগ তোলে স্থানীয় এলাকাবাসী। বেশ অনেক খানিক জায়গা জুড়ে প্রায় ১০থেকে ১২ ফুট গভীর করে মাটি উত্তলন করে তা স্থানীয় বিভিন্ন ইট ভাটা সহ বিভিন্ন স্থানে বিক্রি করছে। ১০ থেকে ১২ ফুট গভীর করে এ মাটি উত্তোলন করার ফলে হুমকির মুখে পড়েছে রেললাইন।

এবিষয়ে সাখাওয়াত এর সাথে যোগাযোগ করার জন্য তার বাড়ি গেলে তাকে পাওয়া যাইনি এবং তার মোবাইল ফোনটি বন্ধ পাওয়া যাই। জয়রামপুর গ্রামের স্থানীয় একজন সচেতন ব্যক্তি সৈয়দ বিন মোশারফ বলেন, যতদূর জেনেছি যে স্থান থেকে মাটি উত্তোলন করা হচ্ছে সেই স্থান মালিকানাধীন। কিন্তু তারপরও সরকারি স্থাপনার পাশ থেকে এত গভীর করে মাটি উত্তোলন করার ফলে বর্ষার মৌসুমে রেললাইন ক্ষতিগ্রস্ত বা ধসে যেতে পারে। সরকারি ভূমি আইনে আছে জমির কোন প্রকৃতি পরিবর্তন করা যাবে না, এবং নিজের জমিতেও যদি মাটি খনন বা গর্ত অথবা পুকুর খনন করা হয় সে ব্যাপারেও স্থানীয় উপজেলা প্রশাসন এবং জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের অনুমতি নিতে হবে। তারা অনুমতি নিয়ে এই মাটি উত্তোলন করছে কিনা তা আমার জানা নেই, তবে সরকারিভাবে কখনো রেল লাইনের পাশ থেকে মাটি উত্তোলন করে ইটভাটায় বিক্রির জন্য অনুমতি দেবেন বলে আমার মনে হয় না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক জয়রামপুর স্টেশন পাড়ার জৈনক ব্যক্তি বলেন, জমি মালিকানাধীন এটা সত্যি, কিন্তু তাই বলে রেললাইনের পাশ থেকে মাটি তুলে তা ইট ভাটায় বিক্রি করবে এটা মোটেই ঠিক না। এটা কোন দেশ প্রেমের মধ্যে পড়ে না,রেল লাইন দেশের জাতীয় সম্পদ, ইচ্ছা করে রেললাইন ধ্বংসের পরিকল্পিত পায়তারা বলে আমি মনে করি। রেললাইনের পাশ থেকে মাটি তুলে বিক্রি করতে হবে এটা কোন ধরনের কথা। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি।

উপজেলার হাউলী ইউনিয়ন ভূমি অফিসের সহকারী কর্মকর্তা রকিবুল ইসলাম বলেন, শুনেছি রেললাইনের পাশ থেকে মাটি উত্তোলন করছে কিন্তু এটা তো আমাদের দপ্তরের বিষয় নয়। এটা রেলওয়ের বিষয়। শুনেছি জিআরপি পুলিশ এসেছিল তারপরে কি হয়েছে আমি জানিনা, আমাকে কেউ কিছু জানায়নি।

হাউলী ইউনিয়ন পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন বলেন, রেললাইনের পাশ থেকে কারা মাটি খনন করে বিক্রয় করছে সে বিষয়ে আমি কিছু জানিনা এবং আমাকে এবিষয়ে কেউ কিছু জানাইনি।

এবিষয়ে দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী অফিসার রোকসানা মিতা বলেন, বিষয়টি আমি দেখছি, সরজমিনে তদন্ত পূর্বক আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

আলমডাঙ্গায় আলমসাধু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ৪ জন আহত

আলমডাঙ্গার রোয়াকুলি আলমসাধু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নারী পুরষসহ ৪ জন গুরুত্বর আহত হয়েছে। সোমবার বিকেল সাড়ে তিনটার দিকে এ দুর্ঘটনাটি ঘটে। এতে গুরুত্বর আহতদের চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার ঘোলদাড়ি জোরগাছা গ্রামের রমজান আলীর ছেলে মোহাম্মদ আলী (৪৫), মৃত আহম্মেদ মন্ডলের ছেলে ফিরোজ আলী (৭০), মৃত হারুন মন্ডলের ছেলে আইয়ুব আলী

(৬৫), ঘোলদাড়ি বাজারস্থ শ্রী হরিনাথের স্ত্রী শ্রী জোসনা (৪০)।

সোমবার বিকেলের মুন্সিগঞ্জ থেকে আলমসাধু যোগে আলমডাঙ্গায় আসছিলো। এসময় গাড়ি দ্রুত গতিতে যাবার কারণে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে যায়। এসময় গাড়ি চালকসহ ৪ জন গুরুত্বর আহত হয়। স্থানীয়দের সহযোগীতায় চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

দামুড়হুদার কার্পাসডাঙ্গা ইউপি সদস্যের বিরুদ্ধে ফেসবুকে অপপ্রচার

দামুড়হুদা উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়ন পরিষদের মহিলা প্যানেল চেয়ারম্যান দেলোয়ারা খাতুনের বিরুদ্ধে একটি ফেসবুক আইডি থেকে মিথ্যা কুৎসা রটনার অভিযোগ উঠেছে।

জানা গেছে সোমবার অজানা অতিথি নামের ফেসবুকে একটি ফেক আইডি খুলে তাতে কার্পাসডাঙ্গা ইউপির প্যানেল চেয়ারম্যান ৫,৮,৯ সংরক্ষিত আসনের মহিলা মেম্বার দেলোয়ারা খাতুনের ছবি ব্যাবহার করে তার বিরুদ্ধে আপত্তিকর মিথ্যা বানোয়াট অভিযোগ তুলে অপ্রচার করা হয়েছে।

দোলোয়ারা মেম্বার জানান আমি বিষয়টি দেখার পরে আমার পরিষদের চেয়ারম্যান সাহেব ও মেম্বারগনকে অবহিত করেছি। সেই সাথে আমি একটা কথা বলতে চাই আমার বিরুদ্ধে ফেসবুক আইডিতে যা লেখা হয়েছে তা আমার সম্মানহানী ও সমাজে হেয়প্রতিপন্ন করা হয়েছে।আমার জনপ্রিয়তায় ঈর্ষানিত হয়ে সেই কুলাঙ্গার আমার বিরুদ্ধে আজেবাজে পোস্ট করছে।দেলোয়ারা মেম্বার ওই আইডির নামে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা সহ থানায় অভিযোগের প্রস্তুতি নিচ্ছেন। আমার যে সম্মানহানী করেছে তার কোন ছাড় নেই।

এ বিষয়ে কার্পাসডাঙ্গা ইউপি চেয়ারম্যান আঃকরিম বিশ্বাসের সাথে কথা বললে তিনি জানান আমার পরিষদের মেম্বারের নামে মিথ্যা

অপপ্রচার করা হবে মানহানী করা সেটা আমি কোনভাবেই মেনে নেবোনা।আমি দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাহেবের সাথে কথা বলে আইনগত যা যা ব্যাবস্থা নেবার তা নেবো।

এ বিষয়ে কার্পাসডাঙ্গা পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ এস আই ইমরানের সাথে কথা বললে তিনি জানান দেলোয়ারা মেম্বার আমার কাছে এসেছিলো আমি থানায় জিডি করার পরামর্শ দিয়েছি। জিডি করলে তার তদন্তে এর মূল হোতা বেরিয়ে আসবে।

আলমডাঙ্গায় ৬ মাসের সাজাপ্রাপ্ত আসামি জিয়া গ্রেফতার

আলমডাঙ্গায় গ্রেফতারি পরোয়ানাসহ ৬মাসের সাজাপ্রাপ্ত ও অর্থ দণ্ডিত পলাতক আসামি জিয়াউর রহমান জিয়াকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ ।

জিয়াউর রহমান উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া গ্রামের আইজেল হকের ছেলে।

আলমডাঙ্গা থানা সূত্রে জানাযায়, আলমডাঙ্গা উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা জিয়াউর রহমান। তার বিরুদ্ধে ২০১৭ সালে জোরপূর্বক অস্ত্র দেখিয়ে চাঁদাদাবি অভিযোগে চুয়াডাঙ্গা কোর্টে মামলা দায়ের করেন।

ওই মামলায় জিয়াউর রহমানের বিরুদ্ধে ৬ মাসের কারাদন্ড ও ২ লক্ষ টাকা জরিমানার আদেশ প্রদান করে আদালত । মামলার আদেশের পর দীর্ঘদিন পলাতক থাকে জিয়াউর। আদালতের গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করলে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ অভিযান চালিয়ে বাঁশবাড়িয়া নিজ বাড়ি থেকে তাকে গ্রেফতার করে।

মামলার তদন্ত কর্মকর্তা উপ-পরিদর্শক এসআই কামরুল ইসলাম জানান, ২০১৭ সালে চুয়াডাঙ্গা জেলা ও যুগ্ম দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিজ্ঞ বিচারক প্রতারণামূলক অর্থ আত্মসাতের একটি মামলায় ৬ মাসের

বিনাশ্রম কারাদণ্ডের পাশাপাশি মামলায় ২ লাখ টাকা অর্থদণ্ড দেন।

আলমডাঙ্গার জিসান টাওয়ারে অনৈতিক কর্মকান্ড, ৩ নারী যৌন কর্মী আটক

আলমডাঙ্গার পৌর শহরের জিসান টাওয়ারে অভিযান চালিয়ে ৩ যৌন কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। তারা অনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়ার জন্য ওই বাড়িতে অবস্থান করছিলেন।

গত শনিবার রাত ১০টার দিকে পৌর শহরের দারুস সালাম মোড়স্থ জিসান টাওয়ারের ৫ম তলা থেকে তাদের আটক করা হয়।

স্থানীয়রা জানান, উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের মোনাকষা গ্রামের আনোয়ারের ছেলে আরজান। তিনি কাঁচামালের আড়ৎ ব্যবসায়ী।

দীর্ঘদিন আড়ৎ ব্যবসার আড়ালে পৌর এলাকার গোবিন্দপুর পালপাড়ার মৃত খাদেমুল হকের স্ত্রী মনোয়ারা খাতুন ও মেয়ে সজিনার মাধ্যমে বিভিন্ন অঞ্চলের উঠতি বয়সি মেয়েদের মাধ্যমে দেহ ব্যবসা পরিচালনা করছে।

তারা পৌর শহরের বিভিন্ন স্থানে বাসা ভাড়া নিয়ে এ পতিতা ব্যবসা পরিচালনা করছে। ইতোপূর্বে গত ১ মাস পূর্বে স্থানীয়রা ওই বাড়িতে পতিতাসহ এক যুবককে আটক করে।

মানোয়ারা ও সজিনা খাতুন গত ২ মাস পূর্বে পৌর শহরের জিসান টাওয়ারের বাসা ভাড়া নেয়। টাওয়ারের ৫ম তলায় উঠতি বয়সী তরুণীদের দিয়ে দেহ ব্যবসা করে আসছে। শনিবার রাত ১০ টায় মোনাকষা গ্রামের কাঁচামালের আড়ৎ ব্যবসায়ী আরজান পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামের আতিয়ারের মেয়ের সাথে দৈহিক ঘনিষ্ঠ মুহুর্তে স্থানীয়রা তাদের আটক করে। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে ওই বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৩ যৌন কর্মীকে আটক করে। এসময় কৌশলে আরজান ওই বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়।

আটকৃত নারীরা হলো- গোবিন্দপুর পালপাড়ার মৃত খাদিমুল হকের স্ত্রী মনোয়ারা খাতুন (৫০), মীরপুর থানার ইশেলমারি গ্রামের সিরাজুল ইসলামের মেয়ে রিতা খাতুন (২১), পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামের আতিয়ার রহমানের মেয়ে রিয়া খাতুন (২১)।

এঘটনায় আলমডাঙ্গা থানায় অনৈতিক ঘটনায় ২৯০ ধারায় মামলা দায়ের করেছে। গতকাল রবিবার বিকেলে সংশ্লিষ্ট মামলা আদালতে সোর্পদ করা হয়।

অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্যদিয়ে কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণসভা সম্পন্ন

অপ্রীতিকর ঘটনার মধ্য দিয়ে সম্পন্ন হয়েছে এবারের কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণসভা।
স্বরণকালের রেকর্ড ভেঙ্গে এবার নির্ধারিত সময়ের চাইতে সভার কার্যক্রম শুরু হয় ২ ঘন্টা বিলম্বে। সকাল ১০ টায় যে সভা শুরু হওয়ার কথা সে সভা বিলম্বে দুপুর ১২ টায় সভা শুরু করে রাত ৮টার মধ্যেই করা হয়েছে শেষ। এবারের সভায় শুরু থেকে ছিল উত্তেজনা ও নেতাদের কথায় ছিল তিক্ততার বিষ। কথার তীরে ঘায়েল করতে বক্তব্যে একে অপরকে করেন ধবল ধোলাই। সভার প্রথম পর্ব শান্তিপূর্ণ পরিবেশে শেষ হলেও দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে হট্টগোল, হাতাহাতি, চেয়ার ভাংচুর ও স্বপন নামের এক শ্রমিক রক্তাক্ত জখম সহ সভাস্থলে কয়েক দফা হাতাহাতির মধ্য দিয়ে এবারের দ্বি-বার্ষিক সাধারণসভা হয়েছে শেষ।

রোববার সকাল ১০টার স্থলে দুপুর ১২ টার দিকে কেরুজ ইমারত বিভাগের সামনে আয়োজন করা হয় শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের দ্বি-বার্ষিক সাধারণসভা। সাধারন সভাকে কেন্দ্র করে নির্ধারিত সভা চত্বর ছিল শুনশান। সাধারন সভাকে কেন্দ্র করে সাকাল ৯টার পর থেকে শ্রমিক

সংগঠন গুলো দলবদ্ধ হয়ে দলেদলে মিছিল সহকারে নেতারা কর্মী- সমর্থকদের নিয়ে হাজির হন সভাস্থলে। দুপুর ১২টার দিকে শুরু হয় আলোচনাপর্ব। পবিত্র কোরআন তেলওয়াত ও জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মধ্যদিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু হয়।

এ সভার উদ্বোধন করেন কেরুজ চিনিকলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোহাম্মদ মোশারফ হোসেন। এসময় উপস্থিত ছিলেন, কুষ্টিয়া আঞ্চলিক শ্রম অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক সিরাজুল ইসলাম সহ শ্রমিক নের্তৃবৃন্দ। শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় বার্ষিক আয়-ব্যয়ের হিসাবসহ ৫ পৃষ্ঠা বিশিষ্ট প্রতিবেদন পাঠ করেন সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান মাসুদ।

২০২১ সালের আয় দেখানো হয়েছে ১৩ লাখ ১৪ হাজার ৯৮৯ টাকা ৮৮ পয়সা। ওই বছরেই ব্যয় করা হয়েছে ৬ লাখ ৭৯ হাজার ৫০০ টাকা। অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ ৬ লাখ ৩৫ হাজার ৪৮৯ টাকা ৮৮ পয়সা। ২০২২ সালে আয় হয়েছে ১৫ লাখ ৭৩ হাজার ১১৮ টাকা ৮৮ পয়সা এবং ব্যয় হয়েছে ৮ লাখ ৯৬ হাজার ৫১৭ টাকা ৪৫ পয়সা। ফলে ২ বছরের আয়-ব্যয় হিসাবে অবশিষ্ট টাকার পরিমাণ ৬ লাখ ৭৩ হাজার ৬০১ টাকা ৪৩ পয়সা।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে আলোচনা করেন, সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী, সাবেক সাধারণ সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স, সাধারন সম্পাদক পদপ্রার্থী জয়নাল আবেদীন নফর। অনুষ্ঠানে বর্তমান পরিষদের সহ-সভাপতি ও সহ-সম্পাদক পদপ্রার্থী মোস্তাফিজুর রহমানের উপস্থাপনায় উপস্থিত থেকে আরও বক্তব্য রাখেন, সহ-সভাপতি পদপ্রার্থী রেজাউল করিম, মফিজুল ইসলাম, এসএম কবির, বর্তমান পরিষদের সহ-সম্পাদক খবির উদ্দিন, হাফিজুল ইসলাম, সদস্যপ্রার্থী বর্তমান পরিষদের সদস্য মজিবর রহমান, নুরুল ইসলাম, ইদ্রিস আলী, সাইফ উদ্দিন সুমন, ডাবলু, আব্বাস আলী, হারিজুল ইসলাম, সাহেব আলী শিকদার, জাহিদুল ইসলাম, রবিউল ইসলাম সুমন, প্রমুখ।

সভায় ৫ সদস্য বিশিষ্ট প্রস্তাবিত নির্বাচন পরিচালনা কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে চিনিকলের মহাব্যবস্থাপক (অর্থ) মুহাম্মদ সাইফুল ইসলাম, সদস্য সচিব ব্যবস্থাপক (ডিস্টিলারি) ফিদাহ হাসান বাদশা, উপব্যবস্থাপক (সংস্থাপন) আল আমিন, গ্যারেজ ইঞ্জিনিয়ার আবু সাঈদ ও সহব্যবস্থাপক (ভূমি) জহির উদ্দিনকে।

গত নির্বাচনের তুলনায় এবারের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে ১ মাস ৫ দিন আগে। সাধারণসভা অনুষ্ঠিত হলো ১২ দিন আগে। কেরুজ নির্বাচন মানেই মহোৎসব। এ নির্বাচন গোটা জেলাবাসীকে জানান দেয়। গোটা মৌসুম জুড়ে নির্বাচনী বাতাস থাকে গরম। নির্বাচনকে ঘিরে কেরুজ আঙিনা ভোটার ও বহিরাগতদের পদচারণায় এখন মুখরিত। প্রার্থীদের দৌড়-ঝাপ-ভোটারদের দলে ভেড়ানোর কায়দা-কৌশল অবলম্বনে থাকে না কোন কমতি। ভোটারদের মন গলাতে বানের পানির মতো খরচ করা হয়ে থাকে টাকা। দীর্ঘদিনের এ ধারাবাহিকতা কমতি থাকবে না এবারের নির্বাচনেও। ভোটের বাকি মাত্র ১২ দিন। নির্বাচনকে ঘিরে নির্বাচনী আলোচনা, প্রচারণা, দৌড়-ঝাপ, সংগঠন অফিসগুলোতে ভোটারদের আনা-গোনা, সন্ধ্যা নামার সাথে সাথে সংগঠন কার্যালয়গুলো কর্মী-সমাবেশের পাশিপাশি হচ্ছে ভুড়ি ভোজনের আয়োজন। সেই সাথে প্রার্থীদের কর্মী-সমর্থক ও ভোটারদের মুহুমুহু স্লোগানে মুখরিত হয়ে ওঠছে কেরুজ ক্যাম্পাস এলাকা। আর সন্ধা নামার পরপরই প্রার্থীরা ভোটার ও কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে স্লোগান তুলে দিচ্ছে মহড়া। দেখানো হচ্ছে দল ভারির শো-ডাউন। নেপথ্যে রয়েছে বহু রহস্য। অনেকেই মন্তব্য করে বলেছে, কি মধু আছে এতে। কেরুতে নির্বাচনে প্রার্থীদের প্রধান হাতিয়ার কি মদ বিক্রয় কেন্দ্রেরগুলোর এজেন্টরা? শ্রমিক নেতাদের সংগঠন কার্যালয়গুলো সারাবছর জনমানবহীন থাকলেও নির্বাচনকে কেন্দ্র করে জমজমাট অবস্থায় পরিণত হওয়ার নেপথ্যের রহস্যই বা কি? তবে সাধারন সভাকে কেন্দ্র করে গতকাল রোববার সকাল থেকেই সংগঠনগুলো ছিলো কর্মী, সমর্থক, ভোটার ও বহিরাগতদের ভীড়। প্রত্যেক সংগঠন থেকে বিশাল র্যালি সহকারে সভাস্থলে যোগদান করা হয়।

এ নির্বাচনে সভাপতি পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন বলে জানিয়েছেন, ফিরোজ আহমেদ সবুজ সংগঠনের কর্ণধর বর্তমান পরিষদের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ, তৈয়ব সংগঠনের কর্ণধর সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী। সাধারণ সম্পাদক পদে মাঠে থাকবেন বলে জানিয়েছেন মাসুদ সংগঠনের কর্ণধর বর্তমান সাধারণ সম্পাদক মাসুদুর রহমান, মনিরুল ইসলাম প্রিন্স সংগঠনের কর্ণধর সাবেক সাধারন সম্পাদক মনিরুল ইসলাম প্রিন্স ও জয়নাল আবেদীন নফর সংগঠনের কর্ণধর সাধারন সম্পাদক পদপ্রার্থী জয়নাল আবেদীন নফর।

আসন্ন এ নির্বাচনে পরিবর্তন আসছে পরিষদের সদস্য সংখ্যায়। তথ্যনুযায়ী কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নের বর্তমান পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধির সংখ্যা ১৩ জন। বছর দুয়েক আগে ২৫ সদস্যের

কমিটির পরিবর্তন করে তা ১৩ সদস্যে করা হলেও তা পরিবর্তন করা হয়েছে সম্প্রতি। শ্রম অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট বিভাগ থেকে পরিবর্তন করে ফের ২৫ সদস্যের কমিটি নির্ধারন করা হয়েছে।

ফলে এবারের নির্বাচনে ২৫টি পদের বিপরীতে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দিতা করবে প্রার্থীরা। কেরুজ চিনিকলে এক সময় দেড় হাজারের বেশি শ্রমিক ছিল। সে সময় শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি ছিল। যখন শ্রমিক কমে গেল তখন কেরুজ শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নে এক জন সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক, সহ-সভাপতি, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক ও ৯ জন সদস্য করে ১৩ জন বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়। ১লা সেপ্টেম্বর-২২ শ্রম আইন বিধি মোতাবেক ১৫৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী বলা হয়েছে কোন প্রতিষ্ঠানে ৮০১ থেকে ১৫’শ জন কর্মকর্তা কর্মচারী থাকলে শ্রমিকদের স্বার্থে সভাপতি ১ জন, সহ-সভাপতি ২ জন, সাধারণ সম্পাদক ১ জন, সহ-সাধারণ সম্পাদক ২ জন, কোষাধ্যক্ষ ১ জন, সাংগঠনিক সম্পাদক ১ জন, প্রচার সম্পাদক ১ জন দপ্তর সম্পাদক ১ জন ও সদস্য ১৫ জন করে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট শ্রমিক ও কর্মচারী ইউনিয়নের কমিটি গঠন যাবে। সে লক্ষে আয়োজিত গেট মিটিং সভায় উপস্থিত নের্তৃবৃন্দ সহ সকলে ২৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠনের মতামত প্রকাশ করেন। সে মোতাবেক এবারের দ্বি-বার্ষিক নির্বাচনে ১৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির পরিবর্তে ২৫ সদস্যর কার্যনির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। সে অনুযায়ী ২৫ পদের বিপরীতে এবারের নির্বাচনে পুরাতনের পাশাপাশি নতুন মুখের দেখা মিলেছে।

গত নির্বাচনে দর্শনা কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়নে সর্বমোট ভোটার সংখ্যা ছিল ১০৮৮। দেশের ৬টি চিনিকল বন্ধ হওয়ায় বিভিন্ন মিলের শ্রমিক-কর্মচারী কেরুজ চিনিকলে যোগদান করেছে ২৭০ জন। ফলে মোট ভোটার সংখ্যা ১৩৫৮ জনে দাঁড়ালেও চুরান্তভাবে কমবে। গত ২ বছরে বহু ভোটার অবসর গ্রহণ ও মৃত্যুজনিত কারনে কমেছে। ফলে এবার সম্ভাব্য ১৩০০ ভোটার হতে পারে।

গত ২০২১ সালের ৮ মার্চ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। বর্তমান কার্যনির্বাহী পরিষদের নের্তৃবৃন্দ এবার ১ মাস ৫ দিন আগেই নির্বাচনের দিন নির্ধারন করে ২২ জানুয়ারি নিয়ম মাফিক সাধারণ সভা এবং ৪ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ইতমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে সাধারন সভার ও শুধুমাত্র আর বাকী থাকলো ভোট গ্রহণের দিন। কেরুজ শ্রমিক-কর্মচারী ইউনিয়ন মূলত বড় পদ ২টি। তা হচ্ছে সভাপতি ও সাধারন সম্পাদক পদই মুল পদ হিসেবেই গণ্য করা হয়ে থাকে। এ নির্বাচনে সভাপতি পদে যাদের নাম শোনা যাচ্ছে তাদের

মধ্যে রয়েছেন বর্তমান ক্যাবিনেটের সভাপতি ফিরোজ আহমেদ সবুজ ও সাবেক সভাপতি তৈয়ব আলী। এবারের নির্বাচনে সহ-সভাপতি ও সহ- সাধারন সম্পাদক পদে প্রার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির পাশাপাশি বেড়েছে কয়েকটি পদ। এছাড়া সহ-সভাপতি ও যুগ্মসম্পাদকসহ সদস্য পদে অসংখ্য প্রার্থীর নাম শোনা যাচ্ছে।

জেলার শ্রেষ্ঠ এস আই আলমডাঙ্গা থানার জামির হোসেন

সাজাপ্রাপ্ত গ্রেপ্তারি পরোয়ানা তামিল ও মামলা তদন্তে বিশেষ অবদান রাখায় চুয়াডাঙ্গা জেলার মধ্যে শ্রেষ্ঠ উপ-পরিদর্শক নির্বাচিত হয়েছেন আলমডাঙ্গা থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) জামির হোসেন।

রবিবার সকাল ১০টায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইনস হল রুমে আয়োজিত মাসিক কল্যাণ সভায় চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) আব্দুল্লাহ আল মামুন জেলার শ্রেষ্ঠ এসআই জামির হোসেনের হাতে এ পুরস্কার তুলে দেন।
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন থানার পুলিশ কর্মকর্তারাও উপস্থিত ছিলেন। পাশাপাশি তার এ অভূতপূর্ব সাফল্যে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এস আই জামির হোসেন বলেন, ‘আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বিশ্বাস করি একটি আধুনিক ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার লক্ষ্যে পুলিশ ও জনতার মেলবন্ধন অত্যন্ত জরুরি।

যে কোনো পুরস্কারই কাজে উৎসাহ বাড়ায়। পুরস্কারের জন্য মনোনীত করায় চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ সুপার স্যারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।’

দামুড়হুদায় উপজেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগের উপসহকারী সার্জন না হয়েও করছে অপারেশন প্রতিনিয়ত

দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণী সম্পদ বিভাগের উপসহকারী প্রাণী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নজরুল ইসলামের বিরুদ্ধে সার্জন না হয়েও নিয়মিত বড় ধরনের অপারেশন করার অভিযোগ উঠেছে। প্রতিনিয়ত তিনি গবাদিপশুর অপারেশন করে চলেছেন। কোন অদৃশ্য শক্তির বলে সে একের পর এক কৃষকের গরুর ভুল চিকিৎসা দিয়ে আসছে জানানেই কারো।

অনুসন্ধানে জানাগেছে, দামুড়হুদা উপজেলার পুরাতন বাস্তপুর গ্রামের রমজান আলীর ছেলে দরিদ্র কৃষক আঃরহমানের একটি লাল রঙের এড়ে গরু অসুস্থ হয়ে পড়ে। সে দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের উপসহকারী প্রাণী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নজরুল ইসলামের স্বরনাপন্ন হন। ওই কর্মকর্তা দরিদ্র কৃষকের বাড়ি গিয়ে গরুটিকে ক্ষতস্থানে অস্ত্রপাচার করতে হবে আর এজন্য খরচ হবে মোটা অংকের টাকা। গত আনুমানিক ৩মাস আগে গরুটি সুস্থ হয়ে না উঠলে চিকিৎসক নজরুল ইসলামের কাছে যান দরিদ্র কৃষক আঃরহমান। সেসময় দরদাম ঠিক হবার একপর্যায়ে প্রাণী চিকিৎসক নজরুল ইসলাম দরিদ্র কৃষকের বাড়ি গিয়ে গরুটির ক্ষতস্থানে ভুল অস্ত্র পাচার করে। এরপর দিনেদিনে গরুটি আরও অসুস্থ হয়ে পড়ে। ক্ষতস্থানে দগদগে গা দেখা দিয়েছে। গরুটির মালিক বারবার মোবাইলে ওই প্রাণী চিকিৎসকের সাথে যোগাযোগ করলেও গরুটির আর চিকিৎসা দিচ্ছেন না। গরুটি দিনদিন শুকিয়ে যাচ্ছে। লক্ষ্যধীক টাকা মূল্যের গরুটি মারা যাবে বলে আশঙ্কা করছে গরুর মালিক।

এদিকে, সম্প্রতি সময়ে দামুড়হুদা উপজেলার চিৎলা মোড়পাড়ার আনসার আলির ছেলে দিনমজুর আঃকুদ্দুছের একটি ৮মাসের গাভী গরুর শরীরে মোটা অংকের টাকা নিয়ে ভুল অস্ত্রপাচার করে। গাভীটির শরীরে অস্ত্রপাচারের দিন রাতে গাভীটি খুবই অসুস্থ হয়ে পড়ে। ভুক্তভোগী আঃকুদ্দুছ বারবার মোবাইল করে উপসহকারী প্রাণী চিকিৎসক নজরুল ইসলাম কে। বারবার কল দেয়ার পরও তিনি ফোন রিসিভ করেননি। এর কয়েকদিন পর গাভী গরুটি মারা যায়। ভুক্তভোগী আঃকুদ্দুছ বাদী হয়ে

উপসহকারী নজরুল ইসলামের নামে লিখিত অভিযোগ করে থানা সহ সংশ্লিষ্ট দফতরে। যা বেশ কয়েকটি গণ মাধ্যমে সংবাদ প্রকাশ হয়েছিল।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণী সম্পদ অফিসের উপসহকারী প্রাণী সম্প্রসারণ কর্মকর্তা নজরুল ইসলাম বলেন, আমি অনেক দিনআগেই পুরাতন বাস্তপুরের আঃরহমানের গরুর অপারেশন করেছি। সেই সময় তাকে বলেছিলাম গরুটি বিক্রি করে দিতে। আর তার কাছ থেকে চিকিৎসা বাবদ, ১ হাজার বার শ টাকা নিয়েছি। তিনি আরও বলেন, আমি মেলা অপারেশন করেছি হবে তো। চিৎলায় আমার চিকিৎসা দেয়া গরুটি মারা যাওয়ার ঘটনায় আমার বিরুদ্ধে তদন্ত হয়েছে। এখন তাদের গরু যদি ভালো না হয় তাহলে অন্য কারো দিয়ে চিকিৎসা করাক। ওরা মনে করেছে চিৎলার ঘটনায় হেমারিং হয়েছে হয়তো ওরাও অভিযোগ করলে আসমান থেকে একটা গরু চলে আসবে। তবে করুক,রিপোর্ট করিয়ে আসমান থেকে গরু নিয়ে আসুক।

দামুড়হুদা উপজেলা প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তা তাসলিমা খাতুন বলেন, অপারেশন তো ওনার করার কথা না। আমাদের তো ভেটেনারি সার্জন নাই হয়তো সেজন্য উনি কিছু চিকিৎসা করে সাপোট দেন। এখন তো অনেকেই শিখে চিকিৎসা দিচ্ছে। সবাইকে তো আর ওভাবে রোধ করা সম্ভব না। তিনি আরও বলেন, ইতোপূর্বে এধরণের একটি অভিযোগের পেক্ষিতে তার বিরুদ্ধে তিন সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেয়া হয়েছে। যদি ভুক্তভোগী খামারি লিখিত অভিযোগ করে তাহলে তদন্ত কমিটি গঠন করে তদন্ত রিপোর্টের ভিত্তিতে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

দর্শনার কুন্দিপুরে আদালতের নির্দেশে বসতঘর উচ্ছেদ

আশ্রহীন মানুষের আশ্রয়স্থল করতে নানা কর্মসুচি বা¯ত্মবায়ন করে চলেছে সরকার। এ কর্মসুচির মধ্যে জমি আছে ঘর নেই, আবার জমি ঘর কোনটায় নেই। সে সকল ছিন্নমূল মানুষের জন্য জমি ও ঘর তৈরী করে দিচ্ছেন সরকার। ঠিক তখনি চুয়াডাঙ্গার কুন্দিপুর গ্রামে বিজ্ঞ আদালতের নির্দেশে একটি পরিবারের বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে।

ফলে খোলা আকাশের নিচে মানবতের জীবন যাপন করছে ৫ সদস্য বিশিষ্ট একটি পরিবার।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলার বেগমপুর ইউনিয়নের কুন্দিপুর গ্রামের কপিল উদ্দিনের ছেলে ভারত ওরফে দিল মোহাম্মদরে সাথে ১৭ নং নেহালপুর মৌজার মাদার ম-লের ছেলে মোফাজেলের সাথে বসত ভিটার ৩ কাটা জমি নিয়ে বিজ্ঞ আদালতে মামলা চলে আসছিলো। বিজ্ঞ আদালতের বিচারক কাগজপত্র পর্যালচনা করে মামলার বাদী ভারতের পড়্গে ডিগ্রী জারি করেন। সেই সাথে জমিতে থাকা সকল প্রকার স্থাবর অস্থাবর সম্পদ উচ্ছেদের নির্দেশ প্রদান করেন। তারি আলোকে গতকাল শনিবার সকাল ১০টার দিকে জেলা জজ আদালতের নাজির নজরম্নল ইসলামসহ হাবিবুর রহমান, তরিকুল ইসলাম দর্শনা থানা পুলিশের সহযোগিতায় নালিশি জমিতে থাকা সকল প্রকার স্থপনা ভেঙ্গে ফেলেন। উচ্ছেদের ফলে ৫ সদস্য বিশিষ্ট মোফাজেলের পরিবারের লোকজন খোলা আকাশের নিচে আশ্রয় নেয়।

মোফাজেলের স্ত্রী অভিযোগ করে বলেন, ১৭ বছর এই ভিটাই বসবাস করছি। আমাদেরকে উচ্ছেদ করা হবে এমন কোন নোটিশ পায়নি। সকালে হঠাত করে দেখি আদালতের লোকজন এবং পুলিশ এসে সবকিছু ভাঙ্গা শুরু করে দিয়েছে। আমরা মূর্খ মানুষ এতকিছু বুঝি না। আর ৪-৫ দিন পর আমার বড়মেয়ের বাচ্চা হবে। এখন তিন মেয়ে নিয়ে কোথায় উঠব জানিনা। জমিজমা বলতে জীবনের সকল উর্পাজন দিয়ে এই বসত ভিটা টুকই কিনে ছিলাম। আদালতের রায় বাস্তবায়ন করতে আসা জজ আদালতের নাজির নজরুল ইসলাম বলেন, আইনি বিষয় আইনগত ভাবেই মোকাবেলা করতে হয়। আমরা বিজ্ঞ আদালতের আদেশ বাস্তবায়ন করতেই এসেছি।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকা গ্রামের অনেকেই বলেন, সত্য মিথার বেড়া জালে পড়ে মোফাজেলেক বসত বাড়ি ছাড়তে হচ্ছে। তবে ঘটনাটি অমানবিক ও দু:খজনক।

দামুড়হুদা লোকনাথপুরে ট্রাক-

ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষ, শিশুসহ আহত-৫

দামুড়হুদা উপজেলার লোকনাথপুরে ট্রাক ও ইজিবাইক মুখোমুখি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এতে ইজিবাইকে থাকা শিশুসহ পাচ যাত্রী গুরুতর আহত হয়েছে।

আহতরা হলেন, দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা পৌর এলাকার ঈশ্বরচন্দ্রপুর গ্রামের মৃত. জালাল উদ্দিনের ছেলে (ইজিবাইক চালক) সাইফুল ইসলাম (৩৭), দামুড়হুদার রুদ্রনগর গ্রামের জমির উদ্দিনের স্ত্রী শুকতারা বেগম (৪০), কাদিপুর গ্রামের মৃত. আলী হোসেনের ছেলে রোকন (৩০), রোকনের ছেলে রুহিন (৫) ও একই উপজেলার গোবিন্দপুর গ্রামের আমিরুল ইসলামের ছেলে জিহাদ আলী (১৮)।

রবিবার বিকাল সাড়ে ৩ টার দিকে তাদেরকে উদ্ধার করে প্রথমে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া তিনজনকে ভর্তি করে অপর দুইজন ব্যক্তিকে গুরুত্বর আহত হওয়ায় উন্নত চিকিৎসার জন্য কর্তব্যরত চিকিৎসক ডঃ মখলেছুর রহমান তাদেরকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন।

স্থানীয়রা সূত্রে জানা যায়, দামুড়হুদা থেকে ইজিবাইকে কয়েকজন যাত্রী নিয়ে নিজ কাজের জন্য দর্শনায় যাচ্ছিল। এই সময় লোকনাথপুর বাজারে পৌছালে বিপরীত থেকে আসা (যার নং কুষ্টিয়া -ট ১১-০২৮০) একটি ট্রাক এসে ইজি বাইকের সামনাসামনে ধাক্কা মারে । এতে ইজিবাইক চালক সহ যাত্রীরা ছিটকে পাকা রাস্তায় পড়ে গুরুতর আহত হয়। খবর পেয়ে দর্শনা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা তাদের উদ্ধার করে দামুড়হুদা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যায়। কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রেফার্ড করেন। ট্রাক ড্রাইভার ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে গেলেও ট্রাকটি দামুড়হুদা মডেল থানা হেফাজতে নেন পুলিশ।

এবিষয়ে দামুড়হুদা মডেল থানার অফিসার ইনচার্জ ফেরদৌস ওয়াহিদ বলেন, দূরঘটনার খবর পেয়ে আমরা ঘটনাস্থানে যায়,আহত ৫ জনকে চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে রের্ফাড করা হয়েছে।ট্রাকটি আমাদের হেফাজতে রয়েছে।

চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের জরুরি বিভাগে কর্তব্যরত চিকিৎসক নূর

জাহান রুমি বলেন, তাদের শারীরিক অবস্থা শঙ্কামুক্ত কিনা এখনি বলা সম্ভব নয়। প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে ভর্তি করা হয়েছে। সার্জারি কনসালটেন্ট চিকিৎসক পরবর্তী চিকিৎসা দেবেন। ২৪ ঘন্টা না যাওয়া পর্যন্ত কিছু বলা যাচ্ছে না।